22

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 14 JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

বিরুদ্ধে প্রতিরোধ কর্মসূচী গ্রহণের আহ্বান

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও '৭১-এর ঘাতক-দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি গত শুক্রবার মুক্তিযোদ্ধা ছাত্র কমাণ্ড, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

Fixed Price থাই এ্যলু

ক্যাডেট কলেজের সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন

বাংলাদেশের ক্যাডেট কলেজ-সমূহ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে সেনাবাহিনীর এ্যাডজুট্যান্ট জেনারেলের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে সরকারী অনুদানে পরিচালিত বিশেষ ধরনের স্বায়ত্তশাসিত আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত ইহার মৌলিক পার্থক্য হইল—এখানে শুধুমাত্র পুঁথিগত পাঠই দেওয়া হয় না, সেই সাথে দৈহিক, মানসিক, চারিত্রিক-তথা সকল দিকের সুষ্ঠু বিকাশের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীকে পূর্ণাঙ্গ মানুষরূপে গড়িয়া তুলিবার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। ক্যাডেট কলেজগুলিতে এগারো-বারো বৎসরের একটি কিশোর সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হয় এবং ছয় বৎসর প্রশিক্ষণ লাভের পর তারুণ্য এবং যৌবনের সন্ধিক্ষণে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাশেষে কলেজ ছাড়িয়া যায়। জাতীয় প্রয়োজনে সুষ্ঠু, সুষম ও গতিশীল ব্যক্তিত্ব এবং সঠিক নেতৃত্বদানে সক্ষম সুনাগরিক গঠনের লক্ষ্যে এই অনন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, যাহা জাতীয় সশস্ত্র বাহিনী ও বিভিন্ন প্রশাসনিক, শিক্ষা, গবেষণা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে প্রত্যাশিত ভূমিকা ও অবদান রাখিয়া চলিয়াছে।

স্বাধীনতা-পূর্বকালে আমাদের দেশে ফৌজদারহাট, ঝিনাইদহ, মির্জাপুর ও রাজশাহী—এই ৪টি ক্যাডেট কলেজ স্থাপিত হয়। এই কলেজগুলির সফলতা ও জাতীয় জীবনে এগুলির সুদূরপ্রসারী অবদানের কথা বিবেচনা করিয়া সরকার ১৯৭৮ হইতে ১৯৮৩ সালের মধ্যে রংপুর, সিলেট, বরিশাল, পাবনা, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লায় অবস্থিত ৬টি আবাসিক আদর্শ বিদ্যালয়কে ক্যাডেট কলেজে রূপান্তরিত করেন। অর্থাৎ দেশে বর্তমানে মোট ক্যাডেট কলেজের সংখ্যা মাত্র ১০টি। ইহাদের মধ্যে ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত। এই সমস্ত ক্যাডেট কলেজের প্রতিটিতে প্রতি বছর গড়ে মাত্র ৫০ জন করিয়া ছাত্র ভর্তি করা হয়—যাহা প্রয়োজন এবং শিক্ষার্থী-